জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৫

National Tree Plantation Campaign & Tree Fair 2015

বন অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৮ আষাঢ় ১৪২২
১২ জুলাই ২০১৫

বাণী

সারাদেশে তিন মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০১৫ শুরু হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। বৃক্ষ কেবল পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে না সবুজ অর্থনীতি গড়ে তুলতেও বিশাল ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, বসতবাড়ি নির্মাণ, শিল্পায়ন, নগরায়ণসহ অন্যান্য স্থাপনা ও অবকাঠামো নির্মাণের ফলে একদিকে যেমন কৃষিজমির পরিমাণ কমছে তেমনি বনভূমির পরিমাণও কাঙ্খিত মাত্রা অর্জন করতে পারছে না। এমন পরিস্থিতিতে জগৎ ও জীবের সার্বিক কল্যাণে কৃষিজমি রক্ষার পাশাপাশি বৃক্ষরোপণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বাংলাদেশ সরকার বৃক্ষরোপণকে অগ্রাধিকার দিয়ে উপকূলীয় এলাকা বনায়নসহ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী বাগান সৃজনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং জনকল্যাণমুখী।

বাংলাদেশ আয়তনে ছোট হলেও আমাদের রয়েছে পাহাড়, উপকূলসহ সমতল ভূমি, যেখানে অধিক পরিমাণে বৃক্ষরোপন করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব। এ পরিপ্রেক্ষিতে এবারের জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০১৫ এর প্রতিপাদ্য "পাহাড়, সমতল, উপকূলে, গাছ লাগাই সবাই মিলে" যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলাসহ সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে আমি দেশবাসীকে বৃক্ষরোপণ অভিযানে সক্রিয় অংশ নেয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আমি জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০১৫ এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

মোঃ আব্দুল হামিদ

মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৮ আষাঢ় ১৪২২
১২ জুলাই ২০১৫

বাণী

প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের বিকল্প নেই। বসবাস উপযোগী ধরণী নির্মাণে বৃক্ষের অবদান অনস্বীকার্য। বৃক্ষ সম্পদ মানুষের জীবনে বয়ে আনে সমৃদ্ধি ও শান্তি। এ জন্য সকলেরই বৃক্ষরোপণ ও বনভূমি সংরক্ষণ করা অপরিহার্য।
জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে। দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যার অব্যাহত চাহিদা মেটানোর ফলে পাহাড়, উপকূল এবং সমতল এলাকায় বৃক্ষাচ্ছাদন হ্রাস পাচ্ছে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস এবং উত্তরাঞ্চলের মরুকরণ প্রক্রিয়ার পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে। ফলে একদিকে মানুষের জীবনহানি হচ্ছে অন্যদিকে উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এমতাবস্থায় মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় বিদ্যমান পাহাড়ী বনাঞ্চল সংরক্ষণসহ উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমতল এলাকায় বৃক্ষরোপণ করতে দল মত নির্বিশেষে আপামর জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।
দারিদ্র বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রয়োজন ব্যাপক বনায়ন আর এ বনায়ন সৃজন এবং সংরক্ষণে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তবেই সম্ভব হবে একটি সবুজ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। সঙ্গত কারণেই জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০১৫ এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় **"পাহাড়, সমতল, উপকূলে, গাছ লাগাই সবাই মিলে"** যথার্থ হয়েছে। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য আমি সবাইকে আহ্বান জানাই।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় বৃক্ষরোপণ অভিযান এক নতুন গতি লাভ করেছে। এ বছর বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণের ব্যাপক কার্যক্রমসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। নতুন নতুন বৃক্ষ প্রজাতির সাথে পরিচয়, নতুন বনায়ন কৌশল আদান-প্রদানসহ উন্নতমানের চারা সংগ্রহের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ অভিযানকে স্বার্থক করে তুলতে জাতীয় পর্যায়ে বৃক্ষমেলার আয়োজন সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।
সফল বনায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বছর বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার-২০১৪, বঙ্গবন্ধু এ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন ২০১৫ এবং যে সকল উপকারভোগী সামাজিক বনায়নে লভ্যাংশ পেয়েছেন আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাই।
আগামী দিনে বৃক্ষরোপণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে তাঁদের মেধা, শ্রম ও উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে আমি মনে করি।
আমি তিন মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা, ২০১৫ এর সাফল্য কামনা করি।

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এম.পি

সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৮ আষাঢ় ১৪২২
১২ জুলাই ২০১৫

বাণী

বৃক্ষ আমাদের জীবন ও জীবিকার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং শিল্পের উন্নয়নে বৃক্ষের অবদান অতুলনীয়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ন, বনভূমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তর ইত্যাদি নানাবিধ কারণে বাংলাদেশে বনের পরিমাণ আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সাথে সাথে কমে গেছে প্রাণ-বৈচিত্র্য এবং লুপ্ত হয়েছে অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে বন সৃজন ও বৃক্ষরোপণের কোন বিকল্প নেই।

ভূ-প্রকৃতিগত কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় কম বৃক্ষ থাকায় উষ্ণতা বৃদ্ধি, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, নদীসমূহের নাব্যতা হ্রাস প্রভৃতি কারণে দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা, প্রবণতা ও ব্যাপকতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারী, বেসরকারী এমনকি ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যাপক হারে বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশব্যাপী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সংঘটিত ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব।

দেশের পতিত ও অব্যবহৃত প্রতিটি স্থানে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার ও উৎপাদন নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। তাই নিবিড় বনায়নের মাধ্যমে সব ধরণের ভূমির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবারের জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৫ এর প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে **"পাহাড়, সমতল, উপকূলে, গাছ লাগাই সবাই মিলে"** । সে লক্ষ্যে এ বছরের বৃক্ষরোপণ অভিযানকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ করার জন্য আমি সকলের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হয়েছে। এর ফলে বনায়নের কারিগরি জ্ঞান বিনিময়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও চারা সংগ্রহের প্রচুর সুযোগ থাকবে। আমি বৃক্ষমেলা হতে উন্নত প্রজাতির চারা সংগ্রহ করে বৃক্ষরোপণ অভিযানকে আরও গতিশীল করতে সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

এ বছর যাঁরা "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১৪", "বঙ্গবন্ধু এ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন ২০১৫" এবং যে সকল উপকারভোগী সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশের চেক পাচ্ছেন আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাই। মেলায় অংশগ্রহণকারী সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমি জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৫ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ
ভারপ্রাপ্ত সচিব

Governance in Community Based Forest Management: Bangladesh Context

Introduction: Good governance is an indeterminate term used in international development literature to describe how public institutions conduct public affairs and manage public resources. Governance is "the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)".The term governance can apply to corporate, international, national, local governanceor to the interactions between other sectors of society. Governance refers to characteristics that are generally associated with a system of national administration. The concept centers on the responsibility of governments and governing bodies to meet the needs of the masses as opposed to select groups in society.Good governance is about the processes for making and implementing decisions. It's not about making 'correct' decisions, but about the best possible process for making those decisions.

Main Characteristics of Good Governance:

- Good governance is accountable
- It is transparent
- It follows the rule of law
- Good governance is responsive
- It is equitable and inclusive
- Good governance is effective and efficient
- It is participatory
- Good governance mediates differing interests to reach a broad consensus
- It has Strategic vision.

Forest Policy verses Good Governance in Bangladesh:

Bangladesh covering an area of 147570 square km is surrounded by India in the northwest andnortheast, Myanmar in the southeast, and the Bay of Bengal in the south. The country lying between 20 0 34' and 26 0 38' north latitude and between 88 0 01' and 92 0 41' east longitude, is a low-lying active delta traversed by the numerous branches and tributaries of the Ganges, Brahmaputra and Meghna rivers. There are about 2.6 million hector of forest area in the country which is about 17.62 % of the total country area. Forest Department in the country started functioning from 1862 controls 10.84% land as forest area in the country.

The formulation of a forest policy dates back to the colonial period of British rule.The first forest policy was adopted in 1894.After partition two forest policy were adopted i.e one in 1955 and another in 1962. Throughout the British colonial era forest policy was adopted towards revenue generation at the cost of maximum resource exploitation. The forests were exploited to earn revenue and supply raw materials for the ship and rail industries during the British colonial era (1757–1947). Forest policy under Pakistani rule (in 1955 and 1962) followed the line of colonial heritage. Policy maker at that time gave emphasis on commercial use of forests to generate maximum revenue. The supply of raw materials for forest based industries got priority during Pakistan's rule (1947–1971).It also continued up to 1989 when the moratorium on felling of natural forests has been imposed. The first national forest policy of Bangladesh was enacted in 1979. None of the forest policy could be implemented fully due to absence of legal framework. The deforestation has been intensified due to exponential growth of population.After independence, Forest Department adopted two forest policy one in 1979 and another one in 1994. Such policy initiatives proved ineffective because of an inability to prevent widespread overexploitation of forest resources. Many state forest areas have been rapidly degraded due to logging. The forest has converted to crop field, markets, cantonment, roads, railway lines etc. The prosecution and enforcement of Forest Act, 1927 become in effective and sometimes due to inefficiency of prosecution and trail. Huge population and limited land area compelled policy makers to think about alternativeto traditional forest management. Main goal of the forest policy of 1994 is to achieve 20% of the total geographical area under forestcover by 2015 with the active involvement of public and private initiative. But the action plan for massive afforestation has not been prepared. The allocation of land for afforestation is not yet clear. There is a long pending issued of outstanding land tenure conflicts in the Chittagong Hill tracts, Massive deforestation and forest degradation caused by shifting cultivation could not be controlled yet. Thus, there is a need for revised forest policy which should be formulated in consultation with key stakeholders, keeping in view the national development planning goals and also in broader perspective of relevant international conventions, protocols and treaties to which Bangladesh is signatory. Main guiding principles of the revised forest policy should focus on sustainable forest management with co-benefits of biodiversity conservation, climate change and community wellbeing; integrated forest management with improved forest governance and technology; innovative forest management based on applied research and field evidences; gainful conservation partnerships with communities and private sector based on social equity and gender equality.

Good governance and Community Based Forest Management in Bangladesh:

The forest is managed under the Forest Act, 1927 and different rules made there under. Dense population against limited land area in Bangladesh compelled policymakers to introduce social forestry, in Bangladesh in the early 1980 with the community forestry project, one model that involve local population in forest protection and enrichment plantation wherever necessary. The participatory benefit sharing agreement(PBSA)were signed between Bangladesh Forest Department and the beneficiaries. The paradigm shift frompatron-client relation to participatory mechanism became trust worthy among the people. Ultimately the whole country came under social forestry program. The government amended the forest Act, 1927 with an inclusion of social forestry in the public forest land. A social forestry program is established when the government by one or more written agreements assigns usufractuary rights to forest-produce or to use the land, for the purpose of social forestry, to persons assisting the government in management of the land. As a consequence of this amendment of Forest Act, 1927 (amended in 2000), Social Forestry Rule 2004 was formulated for effective execution of the new provision of Social Forestry Rule.As the rule is formulated on the belief of empowering community people thus it ensures good governance. As per the rule only those who are poor, landless, destitute woman, poor indigenous people, and poor forest villager are given priority as participant. Freedom fighters and their heirs who are financially insolvent also get priority to be selected as social forestry participant. Forest Department in consultation with local government select the participants as per the rule and ensures governance.If the participant is married then his/her spouse is also treated as participant. The Social Forestry Rule, 2004 ensuresthe rights of the participants to enjoy the full benefit from the plantation, fruits and agricultural products in case of agro-forestry plantationat the ratio fixed in their agreement. This ratio ranges from 40-75% depending on the type of social forestry plantation. To give sustainability of the program, Tree Farming Fund (TFF) is generated from 10% of the sale proceeds of final harvest at the end of each rotation. To ensure governance in the whole social forestry plantation program three committees are formed among the participants in a social forestry area. The committees are: the social forestry management committee, the advisory committee and the fund management sub-committee. Duration of the social forestry management committee is two years. All the committee members are from the participants and they are elected by other participants. At least one third of the committee members are from woman participants thus ensures gender equity. Forest Department co-ordinates with the social forestry management committee. The committee is responsible for management of the plantation, encouraging the participants for taking care of the trees planted, to solve any problem arises during and after implementation of the program.TFF is managed by fund management committee. Advisory committee consists of three members, one from local forest officer and the other two from civil society and from non-government organization. Advisory committee is responsible for suggesting and advising the social forest management committee and fund management sub-committee. The fund management sub-committee members are selected from management committee and this committee is responsible for the TFF management.

In early stage of social forestry program Forest Department provide seedlings, manure and technical knowhow. The participants are only responsible for taking care of the plantation. The target is to motivate the people, making them aware about the importance of forestry. Forest Department also provide training to participants on the basic aspects of forestry. Women participants are given priority during training program. They keep regular meeting with them. During the initial stage of social forestry,Forest Department with the help of the participants raised plantation in the encroached land. At the beginning it was difficult to find participants for social forestry. But the situation is now changed. Now people compete themselves to become a participant in the social forestry program.

Till to date Bangladesh Forest Department raised about 45830 hector woodlot, 10626 hector agroforestry and 62329.38 kilometer strip plantation with the participation of community people. Besides with the financial assistance from Bangladesh Climate Change Trust Fund 9007.10 hector block non-mangrove plantation with short and long rotation species and 2728.6 hector strip plantation have been raised on a participatory approach. This participatory program is gaining confidence among the local community may be termed as participatory governance.

Community based forestry is a great source of timber and fuel wood. It is a means of poverty reduction. Since 1999 Bangladesh Forest Department through social forestry program produced about 17.1 million cft timber, 18.7 million cft fuel wood, 4.9 million number poles. Total sale amounting BDT5178.6 million. Out of which around 2347.2 million has been distributed to 110.6thousand social forestry participants. About 512.7 million deposited to TFF. AboutBDT 2287.6 million were depositedas government revenue.

Governance challenge in Community Based Forest Management:

- Very often it is found difficult to select appropriate participants for the program. Local elite, political leaders try to influence the selection process. The ultimate target of community based forest management is to engage local people. But the Forest Department faces difficulties in governance. Good governance is only possible when there is a clear legal guidance available as against present provision of the social forestry rules, 2004.
- In social forestry, thining regime is not practiced uniformly . It is the negligence of participants. The Bangladesh Forest Department also fails to sensitize these. As a result the biomass production show much less production than it is anticipated. Thus needs regular consultation with the management committee with research results of higher biomass production through the tending operation.
- TFF is generated for sustainability social forestry. Cost of the future plantation is incurred from the TFF. If TFF is not enough for raising the next rotation plantation the respective participants will plant the seedlings and maintain it with their own contribution which is known as participant's contribution (PC). But often it proved to be not practical, thus it does not reflect governance. In this case local forest officer should be more active to encourage them in the plantation program.
- Participatory Benefit Sharing Agreement between the Divisional Forest Officer and the community people is always delayed. As a result participants become frustrated and Forest Department losses confidence of prospective participants.Sometimes the participants raise the objection for non-execution of participatory benefit sharing agreement. Thus is a legal document which reflects ownership of participants. But absence of this does not reflect good governance. At the beginning of the program legal formalities should be completed among all beneficiary group.
- Participation and equity is an important condition of good governance but the woman's participation in the forestry work did not attain its target. Social forestry rule encourage for 50% women's participation but in practice Forest Department could not reach this target till now. The women are the members of different committee of forest management. But they are not active in the decision making process. In this male dominated society women are always lagging behind.
- Biodiversity does not get priority in social forestry program. The community based plantation program is production oriented. The principle species is Acacia. Monoculture is not suitable for biodiversity. The economic and ecologic priority may be compromised by Bangladesh Forest Department to enhance biodiversity.
- The formation of the three committee under social forestry rule at the beginning of plantation period is a sign of good governance. But in many cases these committee are not formed at the beginning of the plantation. In absence of management committee and sub-committee the participants cannot give their opinion for the management of forest.

Conclusion: Community or social forestry has a great potential in the degraded forest and marginal land across Bangladesh. This program can contribute to biodiversity conservation and poverty reduction. In recent time when the whole world is worried about global climate change the initiative of Bangladesh forest department to increase the overall greenery of the country with the participation of local people is appreciating. Being an overpopulated country it is very difficult to manage the government forest without involvement of the local people. Though there are some limitations and shortfalls, Bangladesh forest department attains its success in case of social forestry program. Attaining good governance is not possible by the forest department itself rather it is the responsibility of all the stakeholders. So all stakeholder in the community based forest management program need to be committed to achieve good governance.

Md Yunus Ali
Chief Conservator of Forests
Bangladesh Forest Department

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ আষাঢ় ১৪২২
১২ জুলাই ২০১৫

বাণী

বৃক্ষরোপণ, সংরক্ষণ ও পরিচর্যা বিষয়ে দেশের জনগণকে আগ্রহী ও সচেতন করে তুলতে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৫ আয়োজনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।
জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার এবারের প্রতিপাদ্য "পাহাড়, সমতল, উপকূলে, গাছ লাগাই সবাই মিলে" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।
বৃক্ষ দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির চালিকাশক্তি। আমরা বাঁচার জন্য অক্সিজেন পাই বৃক্ষ হতে। গাছ বায়ুমন্ডলের কার্বণ-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং নিজ দেহে জমা রেখে পৃথিবীর কার্বন চক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে গাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বস্তুত গাছ আমাদের জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পরিবেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে অনাদিকাল থেকে বৃক্ষ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে।
মানব সৃষ্ট কর্মকান্ডের বিরূপ প্রভাবে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবর্তন ঘটছে জলবায়ুর। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলে বিশ্বের ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করে বৃক্ষই পারে ধরণীকে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তুলতে। বৃক্ষের সবুজ বেষ্টনী ঝড়-ঝঞ্জা ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হ্রাস করে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে। তাই বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তোলা একান্তভাবে প্রয়োজন।
আমাদের সরকার জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ, পরিবেশের উন্নয়ন এবং সম্পদ সৃজনে বৃক্ষের অবদান অনুধাবন করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ লক্ষ্যে সারা দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হচ্ছে।
বাড়ির আঙিনা ও চারপাশ, পতিত ও প্রান্তিক ভূমি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জলাশয়, খাল ও রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ করে সবুজায়নের এ মহৎ উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য আমি সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানাই।
এ বছর যারা "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১৪", "বঙ্গবন্ধু এ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন ২০১৫" এবং যে সকল উপকারভোগী সামাজিক বনায়নে লভ্যাংশ পেয়েছেন আমি তাঁদের সকলকে অভিনন্দন জানাই। বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় তাঁদের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে আমার প্রত্যাশা।
আমি জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৫ এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

উপ-মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৮ আষাঢ় ১৪২২
১২ জুলাই ২০১৫

বাণী

পৃথিবী সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সুস্থ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর নির্মল পরিবেশ। ব্যপকহারে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এ পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব। জীবন ও জীবিকার জন্য বৃক্ষরাজির কোন বিকল্প নেই। এ জন্য সকলেরই বৃক্ষরোপণ ও বনভূমি সংরক্ষণ করা অপরিহার্য।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার আধিক্য, নগরায়ন, শিল্প কারখানার বৃদ্ধি আর কৃষি জমির সম্প্রসারণের ফলে প্রতিনিয়ত কমছে বৃক্ষের আচ্ছাদন। বনের পরিমান যতই কমে যাচ্ছে ততই ব্যহত হচ্ছে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য। এর ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বৃদ্ধি পাচ্ছে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস এবং উত্তরাঞ্চলে ত্বরান্বিত হচ্ছে মরুকরণ প্রক্রিয়া। জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলে সৃষ্ট ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস এবং মরুকরণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ করছে দেশের সামগ্রীক উন্নয়ন কর্মকান্ড। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সর্বত্রই বৃক্ষরোপণ করতে হবে। তাই এবারের জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০১৫ এর প্রতিপাদ্য বিষয় **"পাহাড়, সমতল, উপকূলে, গাছ লাগাই সবাই মিলে"** যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশকে আবারও সবুজ শ্যামলিমায় ভরে তুলতে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণের জন্য আমি দেশবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানাই।

জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে সৃষ্ট সামাজিক বনায়ন কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে আয় বৃদ্ধিই ঘটাচ্ছে না, একই সাথে জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তি ও দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। তাই পরিবেশের উন্নয়ন ও দেশের অর্থনৈতিক গতিধারা প্রবাহমান রাখার জন্য গ্রামে-গঞ্জে, বসতবাড়ী, প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্রই ব্যাপকহারে গাছ লাগানোর জন্য আমি দল মত নির্বিশেষে আপামর জনগণের প্রতি আহ্বান জানাই।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ অভিযানকে প্রাধান্য দিয়েছে। বৃক্ষরোপন কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখার জন্য এ বছরও জাতীয় পর্যায়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। উন্নত প্রজাতির বৃক্ষের সাথে পরিচয় এবং চারা সংগ্রহের জন্য বৃক্ষমেলার আয়োজন সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সফল বনায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ যে সকল ব্যক্তিবর্গ এ বছর বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১৪, বঙ্গবন্ধু এ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন ২০১৫ এবং যে সকল উপকারভোগী সামাজিক বনায়নে লভ্যাংশ পেয়েছেন আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাই। আগামী দিনে বৃক্ষরোপণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে তাঁদের প্রজ্ঞা, মেধা, শ্রম ও উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি।

তিন মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০১৫ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, এম পি

Courtesy:

Food and Agriculture Organization of the United Nations